কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 2014
পৃষ্ঠা ... [illegible]

[illegible]

পরিত্যাগ না করে যে সংলাপপ্রত্যাশী হওয়া যাবে না–এ কথা জানিয়ে দিয়ে বর্তমান সরকার দেশপ্রেমিক জনগণের প্রত্যাশারই প্রতিধ্বনি করেছে।

এই সরকারের কাছে দেশের মানুষের আরো অনেক প্রত্যাশা আছে। শুরুতেই সেই প্রত্যাশা পূরণের কিছু উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। যেমন গত পাঁচ বছরে সরকারে থেকে যাঁরা সম্পদের পাহাড় গড়েছেন, তাঁদের বাদ দিয়েই নতুন সরকারটি গঠিত হয়েছে। যাঁদের নিয়ে নতুন সরকারের যাত্রা শুরু হলো, জনগণ অবশ্যই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে যাবে। সেই পর্যবেক্ষণেই ধরা পড়বে, আজকে যাঁদের পরিচ্ছন্ন রূপ ধরা পড়ছে, কালকে তাঁরা রূপ পাল্টে অন্য রকম হয়ে যাবেন কি না; লুটপাটতন্ত্রের বিপরীতে আজকে যাঁদের অবস্থান চিহ্নিত হচ্ছে, কালকেই তাঁরা পূর্বসূরি লুটপাটতন্ত্রীদের ধ্বজাধারী হয়ে যাবেন কি না।

তবে ইতিমধ্যেই লক্ষ করা যাচ্ছে যে নতুন ক্ষমতাপ্রাপ্তদের অনেকেরই বাকসংযমের বড় অভাব, তাঁরা একেকজন একেক রকম ও পরস্পর-বিপরীতধর্মী কথাও বলে ফেলছেন। তাঁদের এ রকম বাকচর্চার সঙ্গে জনপ্রত্যাশার মোটেই সামঞ্জস্য নেই। 'পাঁচ বছরের জন্য এই সংসদ নির্বাচিত হয়েছে, তাই আওয়ামী লীগদলীয় জাতীয় সংসদ সদস্য ও সাবেক ছাত্রনেতা র আ ম উবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী এখনকার ছাত্ররাজনীতির আদর্শহীনতা সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এই আদর্শহীনতা থেকে যে আওয়ামী লীগের সহযোগী ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগও মুক্ত নয়, সে কথাও তিনি বলে ফেলেছেন। একটি দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ('আমাদের সময়' ২৭ জানুয়ারি, ২০১৪) তিনি বলেন, 'ছাত্ররাজনীতি এখন স্লোগান আর ধান্দানির্ভর। আদর্শের চর্চা নেই। লেখাপড়ারও তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মনোরঞ্জনই এখন ছাত্ররাজনীতির উদ্দেশ্য। এ কারণেই এখন ছাত্রনেতাদের উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকতে হয় তোষামোদি আর ফন্দিফিকিরে।'

নতুন সরকারের যাত্রালগ্নেই কোথাও কোথাও ছাত্রলীগের টেন্ডারবাজি, শিক্ষক পেটানোর ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি এ রকম কলুষিত হয়ে পড়ার পটভূমিটি তুলে ধরে মোক্তাদির চৌধুরী বলেন, 'জাতির জনককে হত্যা করে অবৈধ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখলকারী সেনাশাসক জিয়াউর রহমান সত্তরের দশকের শেষদিকে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্য তুলে দিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গঠন করে পরিণত করাই হয়ে ওঠে তাঁদের সবার লক্ষ্য।

সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য জিয়াউর রহমান প্রথমেই নজর দেন একেবারে গোড়ায়, অর্থাৎ ছাত্র-যুবসমাজের দিকে। লোভের ফাঁদে নবীন ছাত্রদের আটকে ফেলতে পারলেই যে সমাজের সর্বস্তরে বিকৃত ভাবাদর্শের বিস্তার ঘটানো অনেক সহজ হয়ে ওঠে, এ বিষয় সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট অবহিতি ছিল। তাই পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুবের অনুগত চেলা মোনায়েম খানের তৈরি এনএসএফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন)-এর আদলে তিনি সৃষ্টি করেন তাঁর মনমতো ছাত্র ও যুবসংগঠন। পাকিস্তানি ভাবনার ধারক-বাহক জামায়াতে ইসলামীসহ সব রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর থেকে তিনি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং জামায়াতের ছাত্রসংগঠনকে 'ছাত্রশিবির' নামে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেন। 'ছাত্রদল' আর 'ছাত্রশিবির' পাকিস্তান আমলের এনএসএফের ঐতিহ্য ধারণ করেই পরিণত হয় বিএনপি ও জামায়াতের লাঠিয়াল বাহিনীতে। এমনটি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানি ভাবধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দানই যাঁদের লক্ষ্য, তাঁরা যে এনএসএফের ছাত্রসংগঠনেরই পৃষ্ঠপোষক হবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিন্তু বিস্মিত ও মর্মাহত হই স্বাধীনতাসংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানকারী আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম ছাত্রসংগঠনটিকে একই চরিত্রের অধিকারী হতে দেখে। বর্তমান সরকার এমন একটি তথাকথিত ছাত্রসংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাবে, অথচ একই সঙ্গে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে গণনন্দিত হবে এবং দশম সংসদের নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট সব বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারবে, এমন প্রত্যাশা একেবারেই অসম্ভবের প্রত্যাশা। সে রকম অসম্ভবের পেছনে না ছুটলেই বর্তমান কর্তৃত্বশীলরা শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবেন। তা না হলে যেসব মন্ত্রী-এমপি আত্মসমালোচনামূলক বক্তব্য প্রকাশ করে ও ভুল স্বীকার করে জনগণের প্রশংসাভাজন হয়েছেন, তাঁদের সব সদাচরণই 'মরুপথে হবে হারা'।

লেখক : শিক্ষাবিদ